মাকাসিদ আশ শরীয়াহ কী ও কেন

প্রফেসর ড. হাশিম কামালী

অনুবাদ :
আলী মোর্শেদ সানি

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
معهد التفكر والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

আমাদের কথা

১.

মাকাসিদ আশ শরীয়াহ নিয়ে একালে আলাপ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের আবর্তনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের জন্য ইসলামী সভ্যতার মূলনীতি ও শরীয়তের মাকসাদসমূহের আলোকে সমাধান হাজির করা আবশ্যক। এ কারণেই মাকাসিদ আশ শরীয়াহর বিস্তৃত পাঠ, ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ কী কী, ইসলামী সভ্যতার মহান আলেমগণ কীভাবে মাকাসিদকে পাঠ করেছেন, এবং একটি ডিসিপ্লিন হিসেবে মাকাসিদ কীভাবে এখনের পর্যায়ে এসে উপনীত হলো- এগুলোর ধারাবাহিক অধ্যয়নের সাথে আমরা কতখানি দক্ষতার সাথে যুগসংকটকে বুঝতে ও মোকাবেলা করতে পারবো সে বিষয়টি জড়িত।

বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি মাকাসিদ নিয়ে যে কাজগুলো হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। পাশাপাশি সামগ্রিক ও মানসম্পন্ন কাজ সে অর্থে হয়ে ওঠেনি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা বিভাগ প্রফেসর ড. হাশিম কামালীর এই গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। কলেবরে ছোটো হলেও এ গ্রন্থে ড. কামালী এ গ্রন্থে মাকাসিদের পরিচয় অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। ঋজু ও সহজবোধ্য ভাষা এবং উসূলে ফিকহ-মাকাসিদের উপর লেখকের অধিকার এ গ্রন্থটিতে বাড়তি সৌন্দর্য যুক্ত করেছে।

২.

প্রফেসর ড. হাশিম কামালী মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম, উসূলবিদ ও মাকাসিদ আশ শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ। জন্মসূত্রে আফগান প্রফেসর কামালী তার জীবনের কয়েকটি যুগ অতিবাহিত করেছেন– ফিকহ, ইসলামী আইন ও আইনদর্শনের অধ্যয়ন ও বোঝাপড়ায়। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ায় ফিকহ ও ইসলামী আইনের উপর দীর্ঘ ঊনিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর একজন জীবনীকার তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন

এভাবে, "একালে ইংরেজি ভাষায় ফিকহ ও ইসলামী আইনের উপর সমৃদ্ধতম গ্রন্থগুলো তাঁর গবেষণা ও অধ্যয়নের ফসল।

'মাকাসিদ আশ শরীয়াহ: কী ও কেন' গ্রন্থটি মূলত ড. কামালীর একটি পুস্তিকা। কলেবরে ছোট হলেও এ গ্রন্থে মাকাসিদ আশ শরীয়াহর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, মাকাসিদের প্রকারভেদ, মেথডোলজির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি এবং মাকাসিদের সাথে ইজতিহাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এককথায়, তার সুদীর্ঘ অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার একটি সারনির্যাস পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এ গ্রন্থে।

ড. কামালী দেখাতে চেয়েছেন, মাকাসিদ কেবল হুকুম আহকামের আঙ্গিকগত দিক বোঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। মাকাসিদের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমত ও যৌক্তিকতাকে বোঝা। যেহেতু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য মানবতার জন্য মাসলাহাত নিশ্চিত করা ও মাফসাদাতকে প্রতিরোধ করা, মাকাসিদ আশ শরীয়াহর পাঠ আমাদেরকে সেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়েই বুঝতে হবে। নিছক শাব্দিক অর্থের বিশ্লেষণ নয়, বরং যেকোনো হুকুমের নেপথ্যের হিকমতকে বুঝাই মাকাসিদের উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হবে।

৩.

প্রফেসর ড. হাশিম কামালী একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে তার আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রথমেই তিনি এই ধারণার অপনোদন করেছেন যে, মাকাসিদ পরবর্তীকালে উদ্ভূত জ্ঞান– নসের সাথে এর সম্পর্ক নেই। এই যুক্তিতে কতিপয় আলেমগণ এবং সালাফী-জাহেরী ধারা মাকাসিদকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। ড. কামালী শুরুতেই দেখিয়েছেন, ইলমুল মাকাসিদ কোরআন এবং হাদীসের বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়, বরং এর মধ্য দিয়েই উৎসারিত। একটি জ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে মাকাসিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তীকালে, কিন্তু মাকাসিদের মৌলিক ধারণা ইসলামী সভ্যতার শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিলো, এবং কোরআন ও সুন্নতের মধ্য দিয়েই এ জ্ঞান উদ্গাত হয়েছে।

কামালীর যুক্তি হলো– পৃথিবীতে আদালত প্রতিষ্ঠা করা, বৈষম্য দূর করা এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে একটা সমৃদ্ধ ও কল্যাণকরণ জীবনধারা

নিশ্চিত করা, এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা নিশ্চিত করার জন্যই শরীয়ত এসেছে। মহান আল্লাহ এজন্যই দ্বীন ও পয়গম্বরকে প্রেরণ করেছেন। এর আলোকে তিনি দেখিয়েছেন, ইলাহী কিতাব ও নববী সুন্নতের সবকিছুই এ বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে।

পরবর্তীতে লেখক আলোচনা করেছেন 'মাকাসিদের প্রকারভেদ' নিয়ে। মাকাসিদের প্রকারভেদগুলো মূলত অবস্থা ও পরিস্থিতির বিচারে মাকাসিদকে বোঝার মাত্রাসমূহ। জরুরিয়্যাত, হাজিয়্যাত এবং তাহসিনিয়্যাতের মাধ্যমে শরীয়ত মূলত মানুষের জীবনকে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে একটি সুন্দর, শৈল্পিক ও সৌকর্যময় জীবনের দিকে ধাবিত করতে চায়। একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও সভ্যতা হিসেবে ইসলাম কেবল মানুষের মৌলিক প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেয়না, বরং তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সমন্বিত ও সর্বোচ্চ বিকাশ নিশ্চিত করে এবং ইনসানে কামিল হয়ে ওঠার দিকে তাকে চালিত করে।

তবে কামালী এই প্রকারভেদকে স্থবির ও নিশ্চল হিসাবে দেখেননি। তার যুক্তি হলো– প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি জরুরিয়্যাত কে হাজিয়্যাতে পরিণত করতে পারে, অথবা তাহসিনিয়্যাতকেও জরুরিয়্যাতে নিয়ে আসতে পারে। এ পুরো বিষয়টিই নির্ভর করবে ইসলামের কুল্লি আসাস ও মৌলিক মূলনীতিসমূহ, মুকাল্লাফ ব্যক্তি, এবং ব্যক্তির পরিস্থিতি-সমস্যার উপর।

একইসাথে কামালী মাকাসিদকে কোনো সাধারণীকৃত প্রক্রিয়ার আলোকে বুঝাননি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, মাকাসিদ আশ শরীয়াহ বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয়। শরীয়ত মানুষের জীবনকে সকল মাত্রায় ও ধাপে মাসলাহাত অভিমুখী করতে চায়।

একইসাথে কামালী মাকাসিদের অন্যান্য প্রকারভেদগুলোও সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। মাকাসিদে আম-মাকাসিদে খাস, মাকাসিদে কাতয়ী-মাকাসিদে যন্নী, মাকাসিদে আসলী-মাকাসিদে তাবয়ী এবং ইমাম শাতিবীর শ্রেণিবিভাগের আলোকে মাকাসিদে শারী– মাকাসিদে মুকাল্লাফকেও তিনি সামগ্রিকভাবে হাজির করেছেন। স্বল্প পরিসরে আলোচনা করলেও কামালী সবগুলো প্রকারকেও অত্যন্ত সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরেছেন।

আলোচনায় কামালী একটা বহুল আলোচিত আপত্তির জবাবও দিয়েছেন। অনেকেই প্রশ্ন করেন, মাকাসিদের সংজ্ঞায়ন, শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রয়োগের

ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাত কীভাবে এড়ানো সম্ভব? কামালীর জবাব হলো,

এক্ষেত্রে দুটি মৌলিক বিষয় প্রয়োজন :

- সুনির্দিষ্ট একটি মেথডোলজি
- সামষ্টিক ইজতিহাদ ও শূরা। যার মাধ্যমে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।

সুনির্দিষ্ট একটি মেথডোলজি অনুসরণ এবং সামষ্টিক ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিলে ব্যক্তিগত পক্ষপাত এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ সমাধান নির্গত করা সম্ভব বলেই তিনি মনে করেন।

৪.

পরবর্তীতে লেখক আলোচনা করেছেন মাকাসিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন মাকাসিদের চিন্তা পয়গম্বর (স.) এর সময় থেকেই জাগ্রত ছিলো। পয়গম্বর (স.) এর ইন্তেকালের পর যুগের প্রেক্ষিতে যখন নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে, তখন নস থেকে উসূলের আলোকে সমাধান নির্ণয় করা জরুরি হয়ে পড়ে। এইক্ষেত্রে সাহাবাগণ এবং পরবর্তী ইমামগণের যে কর্মপ্রচেষ্টা, এটা এক পর্যায়ে গিয়ে ইলমুল মাকাসিদের জন্ম দেয়।

কামালী এখানে সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন মাজহাবসমূহ এবং অন্যান্য ধারাগুলো মাকাসিদকে কীভাবে গ্রহণ করেছে এবং কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে। পরবর্তীতে ইমাম জুয়াইনী, ইমাম গাজ্জালী থেকে শুরু করে সাইফুদ্দিন আমিদী, শিহাবুদ্দীন কারাফী, ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মাকাদিস নিয়ে আলোচনা ও মাকাসিদ তত্ত্বের বিকাশে তাদের অবদানের একটা সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন। কামালী এখানে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক এখানে একনজরে এ মহান আলেমগণের চিন্তাকে পড়তে পারবেন।

পাশাপাশি তিনি আরো দেখান, মাকাসিদ এখনো গতিশীল, একে স্থবির হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপট, উম্মতের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশ্বসভ্যতায় অবদান রাখার বিষয়টিকে সামনে রেখে মাকাসিদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে যুক্ত করার প্রস্তাবনা দেন–

- অর্থনৈতিক বিকাশ
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন

কামালীর যুক্তি হলো, বর্তমান সময়ে এসে দুটি বিষয়কে যুক্ত করা একইসাথে সময়ের প্রয়োজন এবং মাকাসদিদের গতিশীলতার নিরিখে আবশ্যক।

৫.

বইয়ের আলোচনার শেষ তিনটি পয়েন্ট বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ড. কামালী এখানে যথাক্রমে 'মাকাসিদের পরিচয়', 'মেথডোলজিক্যাল প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি' এবং 'মাকাদিস ও ইজতিহাসের সম্পর্ক' নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে কামালী ইমাম শাতিবীর মাকাসিদ সংক্রান্ত আলোচনা ও তত্ত্বের সারসংক্ষেপ অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষত ইমাম শাতিবীর দৃষ্টিতে মাকাসিদের প্রকারভেদ এবং সংজ্ঞায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ইমাম শাতিবী কীভাবে মাকাসিদকে বুঝেছেন, প্রয়োগ করেছেন এবং তার ইসতিকরা মেথডকে লেখক চমৎকারভাবে হাজির করেছেন।

(পাঠকগণ ইসতিকরা মেথড সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে জানতে প্রখ্যাত আলেম ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজের লেখা 'ইমাম শাতিবী: উসূলের নবায়নে তাঁর চিন্তাধারা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়তে পারেন ত্রৈমাসিক মিহওয়ার (নবম সংখ্যা), অক্টোবর-ডিসেম্বর, পৃ. ৮১-৮৭ -থেকে।)

পরবর্তী অংশে কামালী দেখিয়েছেন, মাকাসিদকে পাঠ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতিবিজ্ঞানগত প্রশ্ন সামনে আসবে সেগুলোকে কীভাবে সমাধান করতে হবে। এখানে তিনি মাকাসিদের ত্রি-মাত্রিক শ্রেণিবিভাজনকে সামনে রেখে মাকাসিদের দলীলসমূহের মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। ছয়টি পয়েন্টে তিনি মাকাসিদের দলীলের মূলনীতি উদাহরণসহ অত্যন্ত অসাধারণভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন।

মাকাসিদ ও ইজতিহাদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কামালী দেখিয়েছেন, মাকাসিদ কীভাবে ইজতিহাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লামা তাহির বিন আশুরের বরাতে তিনি দেখিয়েছেন, ইজতিহাদের প্রতিটা পর্যায়েই মাকাসিদ কীভাবে জড়িত এবং এর গুরুত্ব কতবেশি। একইসাথে ইমাম আযম আবু হানিফার কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করে কামালী দেখিয়েছেন, ইমাম আযম কীভাবে এক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেছেন। এভাবে কামালী তার আলাপের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি করেছেন যা পাঠকদের সবগুলো বিষয়কে সমন্বিতভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক আলী মোর্শেদ সানি। প্রথম অনূদিত গ্রন্থ হলেও বইটির প্রতিটি পাতায় অনুবাদকের যত্নের ছাপ স্পষ্ট। সাবলীল ভাষা এবং গতিশীল বর্ণনাভঙ্গির দরুন পাঠক বইটি পড়তে গিয়ে হোচট খাবেন না। মাকাসিদের মতো একটি জটিল বিষয়কে লেখক যেভাবে বইটিতে সহজভাবে তুলে ধরেছেন, তার সিলসিলায় অনুবাদকও পাঠকদের জন্য যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

মাকাসিদ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আধুনিকতার প্রবল তোড়ে যখন ইসলামকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করার একটা হীনমন্য মানসিকতা সর্বখানে তৈরি হয়েছে, সেখানে যুগের সীমাবদ্ধতাকে উত্রে একমাত্র দ্বীন ও সভ্যতা হিসেবে ইসলাম কীভাবে স্বমহিমায় ভাস্বর তা তুলে ধরার জন্য মাকাসিদের জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বইটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায় হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গ্রন্থটির ব্যাপারে যেকোনো আলোচনা, পর্যালোচনা কিংবা সমালোচনাকে স্বাগত জানাই। যেকোনো তথ্যগত কিংবা মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি থাকলে সরাসরি প্রকাশককে জানানোর অনুরোধ। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ। আশাকরি, গ্রন্থটি পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে।

প্রচেষ্টা আমাদের, তাওফিক মহান রবের পক্ষ থেকে।

সা'দ মুসান্না
মার্চ, ২০২৬
উত্তরা, ঢাকা

লেখকের পরিচয়

প্রফেসর ড. হাশিম কামালী মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম, উসূলবিদ ও মাকাসিদ আশ শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ। জন্মসূত্রে আফগান প্রফেসর কামালী তার জীবনের কয়েকটি যুগ অতিবাহিত করেছেন– ফিকহ, ইসলামী আইন ও আইনদর্শনের অধ্যয়ন ও বোঝাপড়ায়। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ায় ফিকহ ও ইসলামী আইনের উপর দীর্ঘ ঊনিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর একজন জীবনীকার তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, "একালে ইংরেজি ভাষায় ফিকহ ও ইসলামী আইনের উপর সমৃদ্ধতম গ্রন্থগুলো তাঁর গবেষণা ও অধ্যয়নের ফসল"।

তিনি ১৯৪৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরে ঐতিহ্যগত ইসলামী শিক্ষা অর্জন করেন। তারপর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে স্নাতক (LL.B) অর্জন করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং University of London থেকে আইন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, শরীয়াহ ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক, মাকাসিদ আশ শরীয়াহ এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ বিষয়ে তার মূল্যবান গবেষণার দরুন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিলো ফিকহ ও আধুনিক আইনব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। তিনি আধুনিক আইনের প্রেক্ষিতে ফিকহকে তার উসূলের আলোকে নতুনভাবে বিকশিত ও সামগ্রিক আকারে হাজির করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেছেন। তার কাজের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে আধুনিক রাষ্ট্র, মানবাধিকার, নাগরিকত্ব ও সুশাসনের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

ড. কামালী বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে–

- International Islamic University Malaysia (IIUM)-এ অধ্যাপক এবং ইসলামী আইন বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- ২০০৭ সালে কুয়ালালামপুরে International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS Malaysia) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘদিন এর প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শরীয়াহ উপদেষ্টা বোর্ড ও গবেষণা পরিষদে সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো–

১. ***Principles of Islamic Jurisprudence***

তাঁর সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ। উসূলুল ফিকহের ক্লাসিক্যাল আলোচনাকে আধুনিক একাডেমিক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। শরীয়াহর উৎস, ইজতিহাদ, কিয়াস, ইজমা ইত্যাদি বিষয়ে সুসংগঠিত আলোচনা রয়েছে।

২. ***Sharī'ah Law: An Introduction***

শরীয়াহ আইনের মূল কাঠামো, ইতিহাস, উৎস ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর আলোচনা।

৩. ***Freedom of Expression in Islam***

ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও সীমারেখা ব্যাখ্যা করেছেন। কোরআন-সুন্নাহ ও ফিকহি ঐতিহ্যের আলোকে আধুনিক মানবাধিকার প্রশ্নের সাথে সংলাপ স্থাপন করেছেন।

৪. ***Maqasid al-Sharī'ah Made Simple***

মাকাসিদ আশ শরীয়াহকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমসাময়িক ইসলামী চিন্তায় এই বই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫. ***Citizenship and Accountability of Government***

ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তায় নাগরিকত্ব, জবাবদিহিতা ও শাসনব্যবস্থার নীতিমালা বিশ্লেষণ।

৬. ***The Middle Path of Moderation in Islam***

ইসলামে মধ্যপন্থা (ওয়াসাতিয়্যাহ) ধারণার ব্যাখ্যা; চরমপন্থা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ অবস্থান।

এগুলো ছাড়াও তাঁর আরও বহু গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

উম্মাহর জ্ঞানের জাগরণে ড. কামালীর সবচেয়ে বড় অবদানসমূহ হলো–

- **মাকাসিদ-ভিত্তিক চিন্তা পুনরুজ্জীবন :** তিনি মাকাসিদ আশ শরীয়াহকে কেন্দ্র করে আধুনিক রাষ্ট্র ধারণা আইন ও নীতির পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।
- **ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্তকরণ :** অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ) নয়, বরং প্রাসঙ্গিক ইজতিহাদের উপর জোর দেন।
- **মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য :** চরমপন্থা ও অতিরিক্ত উদারতার পরিবর্তে ওয়াসাতিয়্যাহকে ইসলামের প্রকৃত চেতনা হিসেবে তুলে ধরেন।
- **একাডেমিক ভাষায় ইসলামী জ্ঞান উপস্থাপন :** পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী আইনকে গ্রহণযোগ্য ও গবেষণাযোগ্য শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।
- তার কাজের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে আধুনিক রাষ্ট্র, মানবাধিকার, নাগরিকত্ব ও সুশাসনের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে তিনি Institute for Law and Society এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সূচিপত্র

কোরআন-হাদীসে মাকাসিদ	১৭
মাকাসিদের প্রকারভেদ	২১
মাকাসিদে জরুরিয়্যাত	২১
মাকাসিদে হাজিয়্যাত	২২
মাকাসিদে তাহসিনিয়্যাত	২৩
মাকাসিদের আরো কিছু প্রকরণ	২৪
মাকাসিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৮
মাকাসিদের পরিচয়	৩৩
মেথডোলজিক্যাল সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি	৩৭
মাকাসিদ ও ইজতিহাদের সম্পর্ক	৪২
সমাপিকা	৪৮